গঠনতন্ত্র

ধারা-১ ঃ সমিতির নাম ঃ- "আরিফাবাদ আবাসিক মালিক কল্যাণ সমিতি"

ধারা-২ ঃ সমিতির ঠিকানা ঃ

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ এল/১ আরিফাবাদ হাউজিং, বর্ধিত পল্লবী, সেকশন-৭, থানা -পল্লবী, ঢাকা - ১২১৬।

ধারা-৩ ঃ সমিতির কার্যএলাকা ঃ

ঢাকা জেলা। পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কার্যএলাকা ঢাকা জেলার বাইরে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

ধারা-৪ ঃ সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঃ

এই সমিতি একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক অলাভজনক এবং অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। একতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্ম উদ্যোগের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এলাকার উন্নয়ন সাধন করা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে)।

ধারা-৫ ঃ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হবে)।

(ক) এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে সচেষ্ট থাকা, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ নিস্পত্তির চেষ্টা করা।

(খ) সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে এলাকায় বসবাসকারী সদস্যদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকা।

(গ) অত্র এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও উন্নতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ঘ) এলাকায় বসবাসরত সকল ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুস্থ পরিবেশ রক্ষা, বিভিন্ন সামাজিক, দেশপ্রেম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জ্ঞানচর্চা, খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান করা।

(ঙ) অত্র এলাকায় পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস বা ড্রেনেজের কোন সমস্যা দেখা দিলে উহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(চ) এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নাইট গার্ডের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন এবং জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগীতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) যৌতুক, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, শব্দ দূষণ, এইড্স, মাদক ও ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করা।

(জ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে এলাকাবাসীর এবং দেশের জনগণকে সহায়তা করা।

অনুমোদিত

Abdul Khaleque
14.11.10
এম, এ, খালেক
সভাপতি
আরিফাবাদ আবাসিক মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

উপ-পরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ রফিউদ্দিন আহমদ খান
সাধারণ সম্পাদক
আরিফাবাদ আবাসিক মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

চলমান পাতা-০২

(ঞ) গান-বাজনা বা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান বা রীতিনীতিতে নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে মাইকের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, বৃদ্ধ বা হৃদরোগীদের ঘুমের বা বিশ্রামের বা এবাদতের ব্যঘাত না ঘটে সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(এঃ) সমিতির সকল কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ ও সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(ট) সমিতির সদস্যদের অবসর/চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে পাঠাগার ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঠ) এলাকার রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন সাধনসহ এম্বুলেন্স, নির্মাণ সামগ্রীর ট্রাক ও ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী যাতে সহজে-দ্রুত আসা যাওয়া করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। -

(ড) সমিতির কার্যক্রমের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা। সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থার সাথে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন এবং জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন। সমিতির উন্নয়নকল্পে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের আয়োজন করা।

ধারা-৬ ঃ সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ ঃ
ইহা নিম্নলিখিত ধরনের হবে ঃ
ক) সাধারণ সদস্য, খ) আজীবন সদস্য এবং গ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

ধারা-৭ ঃ সদস্যদের যোগ্যতা ঃ

ক) সাধারণ সদস্য ঃ

১) কেবলমাত্র আরিফাবাদ বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট মালিকগণ বা তাঁদের মনোনীত উত্তরাধীকারীগণ সদস্য হিসাবে গঠনতন্ত্র মোতাবেক সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন এবং সমিতির সাধারণ নির্বাচনে সকলের ভোটাধিকার থাকবে। তবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক হোল্ডিং নম্বর হতে মাত্র ১ (এক) জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

২) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে তার পূর্ব মনোনীত ব্যক্তি অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা পরিবারের সকল সদস্যের মনোনীত ব্যক্তি সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। এছাড়া মালিক মহিলা হলে তাঁর সম্মতিতে তাঁর স্বামী, ছেলে বা মেয়ে সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন।

৩) সাধারণ সদস্যকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক (কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স) ও বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলীতে অনুগত হতে হবে।

৪) ধারা-৮ অনুসরণপূর্বক সাধারণ সদস্য ভর্তি করা হবে।

খ) আজীবন সদস্য ঃ
এ সমিতির তথা অত্র এলাকার উন্নয়নকল্পে কোন দানশীল ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে এককালীন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ব্যক্তিগতভাবে দান করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তাকে আজীবন সদস্য মনোনীত করতে পারবেন।

গ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ
এ সমিতি নিবন্ধনে বি-ফরমে স্বাক্ষরকারী সকল ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

চলমান পাতা-০৩

Abdul Khaleque.
14.11.10
এম. এ. খালেক
সভাপতি
আরিফাবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

অনুমোদিত
নিবন্ধন কর্মকর্তা / পরিদর্শক
সমাজসেবা অধিদফতর (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
[illegible], ঢাকা।

মোঃ রফিউল আলম
সাধারণ সম্পাদক
আরিফাবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

ধারা-৮ ঃ সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী ঃ

ক) সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ পূর্বক বাড়ি মালিক/প্লট মালিক ১০০০/- (এক হাজার টাকা) এবং ফ্লাট মালিক ৫০০/- (পাঁচশত টাকা) ভর্তি ফি সহ আবেদনপত্র সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবরে জমা দিতে হবে।

খ) বাড়ি মালিক, প্লট মালিক ও ফ্ল্যাট মালিকগণ বা তাঁদের মনোনীত উত্তরাধিকারীগণ সমিতির নির্ধারিত ছাপানো ফরমে ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে সদস্য পদ লাভের আবেদন করতে পারবেন।

গ) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে তার পূর্ব মনোনীত ব্যক্তি অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা পরিবারের সকল সদস্যের মনোনীত ব্যক্তি সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। এছাড়া মালিক মহিলা হলে তাঁর সম্মতিতে তাঁর স্বামী, ছেলে বা মেয়ে সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক জমাকৃত আবেদন পত্র অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন এবং অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

ঙ) প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক চাঁদা ১০০/- (একশত) টাকা হারে পরিশোধ করতে হবে।

ধারা-৯ ঃ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা ঃ

প্রত্যেক আজীবন ও সাধারন সদস্য সমিতির সকল সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ও সুযোগ সুবিধা ভোগ, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ও ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং সাধারন সভায় উপস্থিত থেকে নিজস্ব মতামত প্রকাশ ইত্যাদির অধিকারী হবেন। অন্যান্য সদস্যদের কোন ভোটাধিকার বা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না। তাঁরা সমিতির উন্নয়ন ও বৃহত্তর স্বার্থে পরামর্শদান বা নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করতে পারবেন।

ধারা-১০ ঃ সদস্য পদ বাতিল ঃ

যে কোন সদস্যের সদস্যপদ নিম্নলিখিত কারণে বাতিল হবে ঃ-

১। যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

২। যদি মানসিক ভারসাম্য হারান।

৩। যদি পরপর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকেন বা সংস্থার কাজে নিষ্ক্রিয় ও অকর্মন্য হয়ে পড়েন।

৪। যদি সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করেন বা তাঁর স্বভাব, আচরণ সংস্থার পরিপন্থী হয় অথবা সংস্থার তহবিল তসরুপ করেন।

৫। যদি পরপর ছয় মাস মাসিক চাঁদা প্রদান না করেন।

৬। সমিতির কোন সদস্য অত্র এলাকায় তার মালিকানাধীন বাড়ী, প্লট বা ফ্লাট বিক্রয় করলে।

৭। নৈতিক ভ্রষ্টাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে।

৮। মৃত্যু হলে অথবা মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটলে অথবা আর্থিক অসংগতি দেখা দিলে অথবা আদালত কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত হলে।

৯। কোন সদস্য সমিতিতে চাকুরী গ্রহণ করলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে এবং কোন সদস্য সমিতি হতে বেতন/ভাতা, সম্মানী ভাতা বা মুনাফা গ্রহণ করলে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে।

চলমান পাতা-০৪

Abdul Khaleque
14.11.10
এম, এ, খালেক
সভাপতি
আরিফাবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

অনুমোদিত
নিবন্ধন কর্মকর্তা
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ রফিউল আলম খান
সাধারণ সম্পাদক
আরিফাবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

ধারা-১১ ঃ পুনঃ ভর্তিঃ

ধারা-১০ এর ৪, ৬ ও ৭ এর দ্বারা বাতিলকৃত সদস্যপদ পুনঃ বহাল করা যাবে না। অন্য ক্ষেত্রে কোন সদস্য সদস্যপদ হারালে এবং তার ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ পুনঃবহাল করা যাবে।

ধারা-১২ ঃ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সমিতির ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হবে তিনটি-যথা ঃ

১। সাধারণ পরিষদ।
২। কার্যনির্বাহী পরিষদ।
৩। উপদেষ্টা পরিষদ।

১। সাধারণ পরিষদ ঃ

সকল সদস্য নিয়ে গঠিত হবে সাধারণ পরিষদ। তবে সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যার কোন উর্দ্ধসীমা থাকবে না।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

সাধারণ পরিষদ দুই বছরের জন্য ১৯ (উনিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ মনোনীত বা নির্বাচিত করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৯ (উনিশ) জন অবশ্যই নিম্নলিখিত নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হবে।

১।	সভাপতি -	১ জন।
২।	সিনিয়র সহ-সভাপতি -	১ জন।
৩।	সহ-সভাপতি -	১ জন।
৪।	সাধারণ সম্পাদক -	১ জন।
৫।	সহ-সাধারণ সম্পাদক -	১ জন।
৬।	যুগ্ম-সম্পাদক -	১ জন।
৭।	অর্থ সম্পাদক -	১ জন।
৮।	সাংগঠনিক সম্পাদক -	১ জন।
৯।	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক -	১ জন।
১০।	দপ্তর সম্পাদক -	১ জন।
১১।	সমাজকল্যাণ সম্পাদক (পুরুষ) -	১ জন।
১২।	সমাজকল্যাণ সম্পাদক (মহিলা) -	১ জন।
১৩।	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক -	১ জন।
১৪।	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক -	১ জন।
১৫।	কার্যনির্বাহী সদস্য -	৫ জন।
		মোট - ১৯ জন।

৩। উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

১। কার্যনির্বাহী পরিষদ এক বা একাধিক বিষয় বা শ্রেণী ভিত্তিক দক্ষ ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন।

২। উপদেষ্টা পরিষদ সমিতির কোন সমস্যা বা অসুবিধায় কার্যনির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ দিবেন এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।

অনুমোদিত

Abdul Khaleque.
৫.১১.১০

এম. এ. খালেক
সভাপতি
[illegible]
পল্টন, ঢাকা।

পরিবর্তিত

[illegible] (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
[illegible], ঢাকা।

[illegible]

চলমান পাতা-০৫

৩। উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদকাল হবে দুই বছর। কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে এমন যে কোন সময় সকল উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদকাল, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত কার্যক্রমের মেয়াদ শেষের পূর্বে বিলোপ করতে পারবে।

ধারা-১৩ ঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

১। সমিতির প্রয়োজনীয় খরচের অনুমোদন করা।
২। বিশেষ কার্য সম্পাদনে উপ-কমিটি গঠন করা।
৩। সভা করার দিন, তারিখ, সময়, স্থান এবং এজেন্ডা নির্ধারণ করা।
৪। সমিতির সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার, বই ও ক্যাশ বই করার ব্যবস্থা করা।
৫। কর্মচারী নিয়োগ করা এবং সকল কর্মচারীর বেতন নির্ধারণ করা।
৬। সমিতির প্রশাসনিক, আর্থিক ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করা।
৭। সকল প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
৮। ধারা-১০ অনুযায়ী কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করা।

ধারা-১৪ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সভাপতি ঃ সমিতির সম্মানিত সভাপতি প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠনতান্ত্রিক প্রধান হবেন। তিনি সমিতির প্রণীত গঠনতন্ত্র মোতাবেক ঘোষিত নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমিতি তথা কার্যনির্বাহী পরিষদকে পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করবেন। সভাপতি সভার সকল কার্য বিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন। কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

সিনিয়র সহ-সভাপতি ঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। সমিতির উন্নয়নমূলক কাজে তিনি সভাপতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন ও পরামর্শ দিবেন।

সহ-সভাপতি ঃ সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সিনিয়র সহ-সভাপতির উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। সমিতির উন্নয়নমূলক কাজে তিনি সিনিয়র সহ- সভাপতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন ও পরামর্শ দিবেন।

সাধারণ সম্পাদক ঃ সাধারণ সম্পাদক সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে সকল সদস্যবৃন্দের সাথে যোগাযোগ, সভা সমিতির আয়োজন এবং সমিতির অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বিভিন্ন কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করবেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা পরিচালনা ও সভার কার্যপ্রণালী লিপিবদ্ধ করবেন এবং পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পরিবর্তী সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। সমস্ত কার্যবিবরণীতে তিনি প্রতিস্বাক্ষর করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির সকল কর্মচারী নিয়োগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়-দায়িত্ব ও তার উপর ন্যস্ত থাকবে।

সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। সমিতির উন্নয়নমূলক কাজে তিনি সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন ও পরামর্শ দিবেন।

অনুমোদিত

চলমান পাতা-০৬

Abdul Khaleque
14.11.10

এম. এ. খালেক
সভাপতি
আফিফাবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

[illegible] (নিবন্ধন ও বিধান)
[illegible], ঢাকা।

মোঃ রফিউল আলম খান
সাধারণ সম্পাদক
আফিফাবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

যুগ্ম-সম্পাদক : সহ-সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক সহ-সাধারণ সম্পাদকের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন। সমিতি পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদকের বিভিন্ন প্রকার কাজে তাঁর চাহিদা অথবা অনুরোধ মোতাবেক তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করবেন।

অর্থ-সম্পাদক : অর্থ-সম্পাদক সমিতির আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। সমিতির সকল প্রকার অর্থের (সমিতির সাধারণ সভায় কোন ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত না থাকলে) সুষ্ঠু সংরক্ষক হিসেবে ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা, বেতন ভাতা প্রদান ও যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ সমিতির কর্মচারীদের নিয়মতান্ত্রিক হিসাব হিসাব নিয়ন্ত্রণ, বৎসর শেষে সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত অডিট কমিটির সাথে অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন ও সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থাপন, বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেটের মধ্যে অর্থ নিয়ন্ত্রণ, বাজেট বহির্ভূত খাতে খরচ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করাবেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণ সম্পাদককে বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা দান ইত্যাদিসহ যাবতীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক : সমিতির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য যাবতীয় পরামর্শ তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে। সমিতির প্লট, বাড়ি ও ফ্ল্যাট মালিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তিনি সমিতির সদস্য সংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ সম্পাদককে সাথে নিয়ে যৌথভাবে কাজ করবেন।

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক : এলাকায় বসবাসকারী মহিলা সদস্যদের সমিতির যাবতীয় কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি উদ্যোগী হবেন। এছাড়া মহিলা সদস্যদের যাবতীয় সমস্যা তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় তুলে ধরে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

দপ্তর সম্পাদক : সমিতির যাবতীয় চিঠি পত্র, ষ্টেশনারী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর উপর অর্পিত থাকবে। সমিতির সকল কর্মচারী তার নিকট দৈনন্দিন হাজিরা প্রদান করবেন। তার প্রদত্ত মাসিক রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সকল কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা ও বাৎসরিক বোনাস ইত্যাদি অনুমোদন দিবেন।

সমাজকল্যাণ সম্পাদক (পুরুষ) : সমিতির বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করার যাবতীয় কাজ তাঁর উপর অর্পিত থাকবে। তিনি সমিতির সার্বিক কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং সভা সমিতির আয়োজন ও আপ্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। এ ছাড়া এলাকার সার্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, রাস্তার বাতিসহ যাবতীয় জনকল্যাণমূলক বিষয়সমূহ তিনি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে সঠিকভাবে সম্পন্ন করবেন। প্রয়োজনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক তাকে উক্ত কাজে সহযোগিতা করবেন।

সমাজকল্যাণ সম্পাদক (মহিলা) : মহিলা সমাজ কল্যাণ সম্পাদক এলাকার মহিলা সদস্যবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করে উপরোক্ত কাজসমূহ পরিচালনা করবেন।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক : সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও পিকনিকের দায়িত্ব তাঁর উপর থাকবে। স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদির সভা অনুষ্ঠান ও পরিচালনা তার উপর থাকবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ-সম্পাদকের সাথে আলাপ আলোচনা করে উক্ত কাজসমূহের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করাবেন।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : সমিতির সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, দেয়াল পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা এবং এতদবিষয়ে সকল দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। সমিতির গ্রন্থাগারের সার্বিক দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে।

Abdul Khaleque.
14.11.10
এম, এ. খালেক
সভাপতি
...আবাসিক
সার্বিক কল্যাণ সমিতি
..., ঢাকা।

অনুমোদিত

...নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
..., ঢাকা।

চলমান পাতা-০৭

মোঃ রফিকুল আলম খান
সাধারণ সম্পাদক
...আবাসিক
সার্বিক কল্যাণ সমিতি
..., ঢাকা।

কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সদস্যগণ বিভিন্ন উপ-কমিটির প্রধান/সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। এ প্রসঙ্গে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া কার্যনির্বাহী পরিষদ, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৫ ঃ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

সাধারণ সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবনা ও সমর্থনে ঐক্যমতের ভিত্তিতে অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ মনোনীত বা নির্বাচিত হতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে ১ (এক) মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

খ) মেয়াদ ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার পরের দিন হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছর।

ধারা-১৬ ঃ নির্বাচন কমিশন ঃ

নির্বাচন পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করবেন না বা সমিতির সদস্য নন এমন ৩ (তিন) জনকে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে গঠিত হবে।

ধারা-১৭ ঃ ভোটের প্রণালী ঃ

এক ব্যক্তি একটি পদে একটি ভোট প্রদান করবেন এবং কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না। সম্পূর্ণ চাঁদা পরিশোধকৃত সদস্যদেরকে ভোটার হিসেবে তালিকা ভুক্ত করা হবে। নির্বাচনের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফশিল ঘোষনা করবেন এবং বৈধ ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১৮ ঃ সভার নিয়মাবলী ঃ

ক) সাধারণ সভা ঃ

সাধারণ সভা প্রতি বছরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

খ) কার্যনির্বাহী সভা ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি করতে হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার কোরাম পূর্ণ হবে মোট সদসদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে।

গ) জরুরী সভা ঃ

১। সাধারণ সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

Abdul Khaleque
14.11.10
এম. এ. খালেক
সভাপতি
আরজতপাড়া আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুমোদিত

চলমান পাতা-০৮

মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী খান
সাধারণ সম্পাদক
আরজতপাড়া আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
তেজগাঁও, ঢাকা।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

ঘ) বিশেষ সাধারণ সভা ঃ

যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে ঐ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করাতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ঙ) তলবী সভা ঃ

সমিতির কর্মতৎপরতা সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক দায়িত্ব পালনে সুস্পষ্টভাবে অবহেলা প্রদর্শিত হলে সাধারণ পরিষদের যে কোন ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্য আহ্বায়ক হয়ে সাধারণ পরিষদের ভোটাধিকার প্রাপ্ত মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সম্মতিসূচক স্বাক্ষরসহ সভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে তলবী সভার আবেদন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হলে তলবী সদস্যবৃন্দের একজন আহ্বায়ক হয়ে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে তলবী সভা সমিতির অফিসে ডাকতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। তলবী সভার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করাতে হবে।

চ) মূলতবী সভা ঃ

১। সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট বিলম্বে সভা করা যাবে অন্যথায় স্থগিত করতে হবে।

২। সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ স্থগিত সাধারণ সভা কোরাম না হলে যতজন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত থাকবেন তাঁদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাঁদের মতামত/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদেরকে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ধারা-১৯ ঃ শূন্য পদ পূরণ ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ শূন্য হলে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ অবশ্যই পূরণ করা হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পর তা কার্যকরী হবে।

ধারা-২০ ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা-দায়িত্ব ঃ

ক) সমিতির সকল ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। সমিতির স্বার্থে সাধারণ পরিষদ যে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

খ) সমিতির নিযুক্ত বা মনোনীত কর্মী পর্যবেক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহী পরিষদের বা অন্যান্য সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

গ) এই সমিতির নিবন্ধীকরণের ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

চলমান পাতা-০৯

Abdul Khaleque. ১৫।১১।১৫
এম. এ. খালেক
সভাপতি
... সমিতি

মোঃ ... খান
সাধারণ সম্পাদক
... সমিতি

ঘ) সাধারণ সভার কার্যক্রম থাকবে নিম্নরূপ ঃ

১। নাম স্বাক্ষরের মাধ্যমে উপস্থিতি নিরূপন করা।

২। গত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন করা।

৩। সর্বপ্রকার রিপোর্ট পেশ এবং আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন।

৪। উপবিধি সংশোধন (যদি থাকে)।

৫। মূলতবী প্রস্তাব/বিবিধ।

৬। যে কোন সভায় সভাপতি বা সিনিয়র সহ-সভাপতি বা সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে বা সভাপতিত্ব করতে অপারগ হলে উপস্থিত সদস্যদের একজনকে প্রস্তাব ও সমর্থনের মাধ্যমে সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করা যাবে।

ধারা-২১ ঃ তহবিল/অর্থ লেনদেন ঃ

ক) সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা, অনুদান, বিশেষ চাঁদা ও কার্যক্রম ভিত্তিক চাঁদা, নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য চাঁদা, ব্যক্তি, দেশী সংস্থা সমূহ বা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন এবং সরকার হতে অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

খ) আর্থিক বছর শেষে তহবিলের অর্থ সদস্যদের মাঝে বন্টন করা যাবে না, শুধুমাত্র সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কল্যাণমূখী কাজে খরচ করা যাবে।

ধারা-২২ ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

ক) সমিতির আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যাংকে সমিতির নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

খ) উক্ত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবটি সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। তবে যে কোন দুই জনের স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

গ) সমিতির নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে। সমিতির কাজের স্বার্থে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থ সম্পাদকের হাতে রাখা যাবে।

ঘ) দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য সাধারণ সম্পাদক যথাযথ ভাউচার/প্রস্তাব প্রদানের মাধ্যমে কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

ঙ) অর্থ খরচের পর খরচকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পেশ করতে হবে।

ধারা-২৩ ঃ অডিট ঃ

সমিতির সকল হিসাব-নিকাশ সরকার অনুমোদিত যে কোন হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) অথবা স্থানীয় সমাজসেবা কর্মকর্তা দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এ ধরনের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

চলমান পাতা-১০

Abdul Khaleque
14.11.10
এম. এ. খালেক
সভাপতি
[illegible] আবাসিক
বণিক কল্যাণ সমিতি
[illegible], ঢাকা।

অনুমোদিত

[illegible] (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
[illegible], ঢাকা।

[illegible]
সাধারণ সম্পাদক
[illegible] আবাসিক
বণিক কল্যাণ সমিতি
[illegible], ঢাকা।

ধারা-২৪ : তহবিল বৃদ্ধি :

সমিতির তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোন প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরিচালনা করা যাবে এবং গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান শেষে আয় ও ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হবে।

ধারা-২৫ : সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ :

সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা চাকুরীর শর্তাবলী ও চাকুরী হতে বরখাস্তের বিষয়ে কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাংক ড্রাফট বা জামানত গ্রহণ করা হবে না।

ধারা-২৬ : গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি :

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদের উপর সমিতির মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহনের পর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২৭ : আইনও বিধির প্রাধান্য :

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সমিতিটি ১৯৬১ সনের ৪৬নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হবে।

ধারা-২৮ : সমিতির বিলুপ্তি :

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সমিতির মোট সদস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সদস্য সমিতির বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনের পর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। বিলুপ্তিকালে সমিতির কোন দায়দেনা থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

Abdul Khaleque.
14.11.10
এম. এ, খালেক
সভাপতি
মরিয়মবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।

অনুমোদিত
[illegible signature]
[illegible]
[illegible] (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
[illegible], ঢাকা।

পরিক্ষীত
[illegible signature]

[illegible signature]
১৪/১১/১০
মোঃ [illegible] আলম [illegible]
সাধারণ সম্পাদক
মরিয়মবাদ আবাসিক
মালিক কল্যাণ সমিতি
পল্লবী, ঢাকা।